তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৭১

**কোরিয়া বাংলাদেশকে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে**

 **-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

কোরিয়াকে বাংলাদেশের বিশেষ বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, দারিদ্র্য বিমোচন, আইসিটি, অবকাঠামো-সহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অব্যাহতভাবে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে কোরিয়ার সহায়তা উভয় দেশের সম্পর্ককে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর এক হোটেলে দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় দিবস ২০১৯ উদ্যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিগত বছরগুলোর পারস্পরিক কল্যাণজনক প্রয়াস উভয় দেশের জনগণের জন্য সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ককে আরো জোরদার করবে। তিনি দেশের তথ্যপ্রযুক্তি, বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ এবং সহযোগিতা কামনা করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত হু ক্যাং-ইল বলেন, বাংলাদেশের সামনে একটি উজ্জ্বল ও ইতিবাচক ভবিষ্যৎ থাকায় আরো কোরীয় বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য আসবেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার সহযোগিতা অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

#

শহিদুল/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/২২২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৭০

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ রোল মডেল

 --- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ১৬ আশি^ন (১ অক্টোবর) :

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ রোল মডেল। পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের ফলে ঘূর্ণিঝড় ফণি এবং বন্যার মতো দুর্যোগ সরকার সফলভাবে মোকাবিলা করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মানুষের স্থানচ্যুত হওয়ার ঘটনা কমিয়ে আনতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় ব্র্যাক সেন্টারে জবভঁমবব ধহফ গরমৎধঃড়ৎু গড়াবসবহঃং জবংবধৎপয টহরঃ (জগগজট) আয়োজিত ‘ঘধঃরড়হধষ ঝঃৎধঃবমু ড়হ ঃযব গধহধমবসবহঃ ড়ভ উরংধংঃবৎ ্ ঈষরসধঃব ওহফঁপবফ ওহঃবৎহধষ উরংঢ়ষধপবসবহঃ’ শীর্ষক কর্মশালায় সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ক্ষতি কমিয়ে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে মানুষের জীবনমানের অনেক উন্নতি হবে।

#

সেলিম/মাহমুদ/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/২১৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৯

পদ্মা অববাহিকা ও কুষ্টিয়ার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

**পদ্মা নদীর পানির সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

সুরমা-কুশিয়ারা ব্যতীত দেশের প্রধান নদ-নদীসমূহের পানির সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে। গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানির সমতল বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আগামী ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় গঙ্গা নদী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে এবং পদ্মা নদী ভাগ্যকূল পয়েন্টে বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানির সমতল হ্রাস পেতে পারে, অপরদিকে যমুনা নদীর পানির সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টারের আজ সন্ধ্যা ৭টার প্রতিবেদন অনুযায়ী এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা তথ্য কেন্দ্রের তথ্যমতে গত ২২ সেপ্টেম্বর হতে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ সকাল ১১টায় পাবনা জেলার হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে বিপদসীমার ২ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বন্যার পানি প্রবাহিত হয়। এছাড়া আজ সকাল ৯টায় রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ পয়েন্টে পদ্মা নদীর পানির সমতল ৭ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বন্যার পানি প্রবাহিত হয়।

পদ্মা নদীর পানির সমতল বৃদ্ধির ফলে এর তীরবর্তী নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ায় পদ্মা নদীর অববাহিকা সংলগ্ন জেলার নিম্নাঞ্চলে বসবাসরত জনসাধারণ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। কুষ্টিয়া জেলার কিছু কিছু নিম্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এছাড়া, পানির সমতল বৃদ্ধির ফলে বাঁধের কিছু কিছু অংশে বর্তমানে উপচিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়ায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কুষ্টিয়া জেলাধীন মাঠ দপ্তর কর্তৃক Overtopping ঠেকানোর জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

#

এনডিআরসিসি/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৮

**খেলার ক্লাবকে জবাবদিহির আওতায় আনতে চায় সরকার**

 **-- ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

**ঢাকা,** ১৬ আশ্বিন **(১** অক্টোবর**) :**

 যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল বলেছেন, দেশের সব খেলার ক্লাবকে জবাবদিহি ও নজরদারির মধ্যে নিয়ে আসার কথা ভাবছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। তিনি বলেন, খেলার ক্লাবগুলো ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনেই থাকা উচিত।

 আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রতিমন্ত্রী ক্লাবে ক্যাসিনো ও জুয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, নামকরা সব ক্লাবগুলো ক্যাসিনো ব্যবসায় জড়িত থাকায় দেশের ক্রীড়াঙ্গনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তিনি বলেন, খেলার ক্লাবে ক্যাসিনো ব্যবসা থাকা খুবই দুঃখজনক। এসব ক্লাব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত না হওয়ায় নজরদারির সুযোগ কম। তবে সময় এসেছে আইন পরিবর্তনের।

 ক্লাবগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘ক্লাবগুলো যেহেতু লিমিটেড কোম্পানি তাই এগুলোতে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নজরদারি করতে পারে না। ভবিষ্যতে ক্রীড়াঙ্গনের স্বার্থেই এই জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।’

 এর আগে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে বিভিন্ন ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পর্যালোচনা সভা করেন প্রতিমন্ত্রী।

#

আরিফ/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০১৯/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৭

**স্পেনের উদ্দেশে পরিকল্পনা মন্ত্রীর ঢাকা ত্যাগ**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান আজ সন্ধ্যায় স্পেনের মালাগার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।

মন্ত্রী স্পেনের বন্দর নগরী মালাগায় অনুষ্ঠিতব্য ÔSecond Annual Conference of the Malaga Global Coalition for Municipal Finance: Towards a Financial Ecosystem for Municipalities to Achieve the SDG’sÕ বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন।

আগামী ১৪ অক্টোবর মন্ত্রী দেশে ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

#

শাহেদ/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৬

জ্যাক শিরাকের মৃত্যু

শোক বইয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর স্বাক্ষর

ঢাকা, ১৬ আশি^ন (১ অক্টোবর) :

 ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি আজ ঢাকাস্থ ফ্রান্সের দূতাবাসে রাখা শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন।

 স্বাক্ষরকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে ফ্রান্স-সহ সারা বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাকের শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং ফ্রান্সের জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৪

পিঁয়াজের সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গৃহীত পদক্ষেপ

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

 পিঁয়াজের সরবরাহ ও বাজারমূল্য সম্পর্কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আজ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গৃহীত বেশ কিছু পদক্ষেপের ফলে বাজারে ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। পিঁয়াজ আমদানির ক্ষেত্রে এলসি মার্জিন এবং সুদের হার কমানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পদক্ষেপ নিয়েছে। স্থল ও নৌ বন্দরগুলোতে আমদানিকৃত পিঁয়াজ দ্রুত ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খালাসের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বন্দর কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দেশের বিভিন্ন হাট-বাজারে পিঁয়াজ পরিবহন এবং দেশের ভোমরা, সোনা মসজিদ, হিলি এবং বেনাপোল বন্দরে পিঁয়াজ আমদানি নির্বিঘ্ন করতে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতি মনিটরিংয়ের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের ১০জন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা আজ থেকে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, যশোর, দিনাজপুর, পাবনা, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ ও শরীয়তপুর জেলার বাজারগুলোতে তদারকি শুরু করেছেন। এছাড়া প্রতিটি জেলা প্রশাসন থেকেও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

 বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আরো জানিয়েছে, দেশে পিঁয়াজের মূল্য ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ট্রেডিং করপোরেশন অভ্ বাংলাদেশ (টিসিবি) এর মাধ্যমে ট্রাক সেলে ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে ন্যায্যমূল্যে পিঁয়াজ বিক্রয় শুরু করেছে, আজ থেকে এ ট্রাক সেলের সংখ্যা ১৬টি থেকে ৩৫টিতে উন্নীত করা হয়েছে। এতে করে স্বল্প আয়ের মানুষ ন্যায্যমূল্যে পিঁয়াজ ক্রয় করার সুযোগ পাচ্ছেন।

 এছাড়া, পিঁয়াজ আমদানির ক্ষেত্রে ভারতের বিকল্প হিসেবে মিয়ানমার থেকে এলসি এবং বর্ডার ট্রেডের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পিঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে। মিশর ও তুরস্ক থেকেও এলসি’র মাধ্যমে পিঁয়াজ আমদানি শুর হয়েছে। এসব পিঁয়াজ দেশে পৌঁছাতে শুরু করেছে, অল্প সময়ের মধ্যে দেশের বাজারে পর্যাপ্ত পেঁয়াজ স্বল্পমূল্যে পাওয়া যাবে।

 বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে পিঁয়াজ আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে বেশ কয়েকটি সভা করেছে, ব্যবসায়ীদের পিঁয়াজ আমদানি বৃদ্ধি এবং নৈতিকতার সাথে ব্যবসা পরিচালনার অনুরোধ করা হয়েছে। কোনো ব্যবসায়ী পিঁয়াজ মজুত, কৃত্রিম উপায়ে মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা এবং স্বাভাবিক সরবরাহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে তাদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

 সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশে কোনো বাজারেই পিঁয়াজের ঘাটতি নেই। ভোক্তাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, মূল্য দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

#

বকসী/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৫

বিজিবির অভিযান

**সেপ্টেম্বর মাসে ৪১ কোটি টাকার অধিক চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য জব্দ**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

 বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) গত সেপ্টেম্বর মাসে দেশের সীমান্ত এলাকা-সহ অন্যান্য স্থানে অভিযান চালিয়ে ৪১ কোটি ৩০ লাখ ৮ হাজার টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকারের চোরাচালান ও মাদকদ্রব্য জব্দ করতে সক্ষম হয়েছে।

জব্দকৃত মাদকের মধ্যে রয়েছে ৩ লাখ ৬৩ হাজার ৪৬ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৩৩ হাজার ১৭৭ বোতল ফেনসিডিল, ৫ হাজার ৭৯৫ বোতল বিদেশি মদ, ১৬৭ লিটার বাংলা মদ, ৫৫৫ ক্যান বিয়ার, ৫৩২ কেজি গাঁজা, ১ কেজি ২৫০ গ্রাম হেরোইন, ১৮ হাজার ২৯৮টি অ্যানেগ্রা/সেনেগ্রা ট্যাবলেট, ২ হাজার ৯৪১টি ইনজেকশন এবং ১ লাখ ৫৬ হাজার ১০১টি অন্যান্য ট্যাবলেট।

জব্দকৃত অন্যান্য চোরাচালান দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে ১ কেজি ৮২০ গ্রাম স্বর্ণ, ৯ কেজি রূপা, ৯ হাজার ৫১টি ইমিটেশন গহনা, ৫১ হাজার ৯৪০টি কসমেটিক্স সামগ্রী, ২ হাজার ২৩১টি শাড়ি, ৯৪০টি থ্রিপিস/শার্টপিস, ১ হাজার ৪৭০টি তৈরি পোশাক, ৩টি পিতলের মূর্তি, ৯ হাজার ২৪৫ ঘনফুট কাঠ ও ৪ হাজার ৯৩০ লম্বাফুট কাঠ, ১২ হাজার ৬৪১ কেজি চা পাতা, ১৪টি ট্রাক, ৪টি পিকআপ, ২টি প্রাইভেটকার, ১১টি সিএনজি/ইঞ্জিন চালিত অটোরিকশা এবং ৪৭টি মোটর সাইকেল।

উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ১টি পিস্তল, ৪টি বন্দুক এবং ৭ রাউ- গুলি।

এছাড়াও সীমান্তে বিজিবি’র অভিযানে মাদক পাচার-সহ অন্যান্য চোরাচালানে জড়িত থাকার অভিযোগে ২৪৪ জন এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ৮৪ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

#

শরিফুল/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬৩

**ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিউজলেটার ‘ভূমি বার্তা’ প্রকাশিত**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

 ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিউজলেটার ‘ভূমি বার্তা’ এর প্রথম সংখ্যা আজ প্রকাশিত হয়েছে।

 ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার বিগত এক বছরের উন্নয়ন কর্মকা-ের সংবাদের ওপর ভিত্তি করে ভূমি বার্তার প্রথম সংখ্যা আজ প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেক ছয় মাসের কর্মকা- নিয়ে বছরে দুই বার ভূমি বার্তা প্রকাশিত হবার কথা রয়েছে।

প্রথম সংখ্যায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকা- ছাড়াও ভূমি মালিকানা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ এবং হালনাগাদ করণে ভূমি মন্ত্রণালয়ের গৃহীত উদ্যোগের ওপর একটি বিস্তারিত নিবন্ধ, ই-নামজারি করার পদ্ধতি-সহ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত আরো অনেক তথ্য ভূমি বার্তায় অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়া, ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে ‘আপনার ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কে জানুন’ শীর্ষক একটি বিস্তারিত নিবন্ধ আছে যাতে পাঠক ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা পান।

ভূমি বার্তার প্রিন্ট সংস্করণের সাথে সাথে এর ডিজিটাল সংস্করণও প্রকাশ করা হয়েছে। ভূমি বার্তার ডিজিটাল সংস্করণ পাওয়া যাবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল পোর্টাল www.minland.portal.gov.bd ও মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেজ [www.facebook.com/minland.gov.bd](http://www.facebook.com/minland.gov.bd) এ।

#

নাহিয়ান/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭৬২

**শীঘ্রই পিতা-মাতা ভরণ-পোষণ বিধিমালা জারি করা হবে**

 **-- সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বনি (১ অক্টোবর) :

 সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহ্মেদ বলেছেন, প্রবীণ নাগরিকরা দেশ ও সমাজের সম্পদ। তাদের নিরাপদ ও মর্যাদার জীবন নিশ্চিতে সরকার কাজ করছে। ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। শীঘ্রই পিতা-মাতা ভরণ-পোষণ বিধিমালা জারি করা হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সমাজসেবা অধিদফতরে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জুয়েনা আজিজের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নুরুল কবির ও প্রবীণ হিতৈষী সংঘের মহাসচিব অধ্যাপক ড. এ এস এম আতিকুর রহমান।

 প্রবীণদের কল্যাণে বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে শরীফ আহমেদ বলেন, অসহায় প্রবীণদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বপ্রথম বয়স্ক ভাতা চালু করেছিলেন। চলতি অর্থবছরে ৪৪ লাখ নাগরিককে বয়স্ক ভাতার আওতায় আনা হবে। তিনি ৬৪ জেলায় অসহায় প্রবীণদের জন্য

শান্তিনিবাস চালু করার পরিকল্পনার কথাও জানান।

 পরে প্রতিমন্ত্রী আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এর আগে সকালে দিবসটি উপলক্ষে একটি বর্ণ্যাঢ্য র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

 এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল ‘বয়সের সমতার পথে যাত্রা’।

#

জাকির/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০১৯/১৮৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬১

**শতভাগ নিরাপদ স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে**

**জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এলজিআরডি মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

 স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে সেইফলি ম্যানেজড স্যানিটেশনের আওতায় আনতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা ও উদ্যোক্তাসহ সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

 আজ ঢাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মিলনায়তনে ‘জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১৯’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, স্যানিটেশন উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। শুধু অক্টোবর মাসেই নয়, সারা বছরব্যাপী ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে দেশের জনগণের মধ্যে স্যানিটেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার প্রায় শূন্যে নেমে আসলেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এর সূচক সেইফলি ম্যানেজড স্যানিটেশনে আমরা কিছুটা পিছিয়ে রয়েছি। স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত স্যানিটেশন নিশ্চিত করার এ সামাজিক আন্দোলনকে কাঙ্খিত সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিতে সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। স্যানিটেশন সংক্রান্ত বিষয়াবলি স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারেও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

 স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য। বক্তৃতা করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. জহিরুল ইসলাম, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. সাইফুর রহমান এবং বাংলাদেশে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)- এর শিক্ষা শাখার প্রধান নুর শিরীন মোক্তার।

 প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, দেশের প্রধানতম উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ হলো পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত রোগ সংক্রমণের হার কমিয়ে এনে স্বাস্থ্যসম্মত পানি ও স্যানিটেশন সুবিধাদির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। আমাদের সকলের উচিৎ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যায় যত্নবান থেকে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা।

#

মাহমুদুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০১৯/১৬২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৬০

**সংসদ সদস্যদের নিয়ে এসডিজি সেল গঠনে স্পিকারের গুরুত্বারোপ**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

 স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, এসডিজি অর্জনে ভূমিকা রাখতে গিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য সংসদ সদস্যদের কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে সুশাসনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে তাঁদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে। তিনি বলেন, জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত হলে এসডিজি অর্জন সহজ হবে। এসময় তিনি সংসদ সদস্যদের নিয়ে এসডিজি সেল গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

 স্পিকার আজ সংসদ ভবনের শপথকক্ষে সংসদ সদস্যদের এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক ‘Brain storming Session’ -এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 স্পিকার বলেন, দেশের উন্নয়ন অগ্রাধিকার এবং বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডাকে সামনে রেখে এসডিজি অর্জনে সংসদ সদস্যগণ নিজ নির্বাচনি এলাকায় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন। এসডিজি অর্জনে সংসদীয় আসনভিত্তিক ট্র্যাকারকে উদ্ভাবনী উদ্যোগ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে সংসদীয় এলাকা ভিত্তিক এসডিজি'র অগ্রগতি সহজেই নিরুপণ সম্ভব হবে।

 তিনি বলেন, দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকার নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনেও বাংলাদেশ সফল হবে ।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদের ডেপুটি স্পিকার মো: ফজলে রাব্বী মিয়া। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ইউএনডিপি’র আবাসিক প্রতিনিধি সুদীপ্ত মুখার্জী, ইউএনডিপি’র এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ফোকাল পয়েন্ট চার্লস স্যুভেল, ইউএনডিপির কলসালটেন্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্র রাদওয়ান সিদ্দিক ববি বক্তৃতা করেন।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০১৯/১৬২৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫৯

**উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে হবে**

 **- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হলে আরো দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে হবে।

 গতকাল ঢাকায় অফিসার্স ক্লাবে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের কর্মজীবন পরিকল্পনা বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় শামিল হয়েছে। তিনি দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিম্নআয়ের দেশকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করেছেন। এ উন্নয়ন যাত্রা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে ঊন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে হলে সরকারি কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাদেরকে যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, জনগণকে সময়মত উন্নতসেবা প্রদানের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। এসময় তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে অধিক দক্ষ করে গড়ে তুলতে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রতিমন্ত্রী।

 স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব মোঃ নজিবুর রহমান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোস্তাফা কামাল উদ্দীন ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফয়েজ আহম্মদ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

#

শিবলী/অনসূয়া/পরিক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/আসমা/২০১৯/ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫৮

**জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদ্যাপন করা হবে আগামীকাল**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

 জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শিল্প, কৃষি ও সেবাসহ বিভিন্নখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ২ অক্টোবর ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস’ উদ্যাপন করা হবে। এ বছর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, ‘বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার উৎপাদনশীলতা। এ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

 কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামীকাল সকাল ৮ টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন সংলগ্ন সড়ক থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হবে। শিল্পসচিব মোঃ আবদুল হালিম এ শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেবেন। এতে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি, শিল্প-কারখানার মালিক ও শ্রমিকরা অংশ নেবেন।

 এছাড়া, সকাল ১১টায় রাজধানীর সিরডাপ অডিটরিয়ামে ‘বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার উৎপাদনশীলতা’ শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। এনপিও আয়োজিত এ সেমিনারে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন প্রধান অতিথি এবং শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

 দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী পৃথক বাণী দিয়েছেন। এছাড়া, দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরে বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রামাণ্য অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে। জাতীয় দৈনিকগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। মোবাইল ফোন অপারেটররা ক্ষুদে বার্তা, ভয়েস ম্যাসেজ ও রোবকল প্রেরণ করে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করবে। এছাড়া, দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভা ও র্যা লি অনুষ্ঠিত হবে।

 দিবসটি উপলক্ষে ইতোমধ্যে এনপিও প্রচার সামগ্রী, বুকলেট, বর্ণিল স্মরণিকা ও পোস্টার প্রকাশ করেছে।

#

জলিল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০১৯/১৪৫৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫৭

**ডেঙ্গু পরিস্থিতি**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ৩৭১ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকায় ১০৬ জন।

 প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী গত জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত সারা দেশে ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে চলে গেছেন ৮৬ হাজার ৬১৬ জন, যা হাসপাতালে ভর্তিকৃত ডেঙ্গু রোগীর প্রায় ৯৮শতাংশ। বর্তমানে সারাদেশের হাসপাতালগুলোতে ভর্তিকৃত ডেঙ্গু রোগী আছেন ১ হাজার ৪৭২ জন। এ যাবত ৮১ জনের মৃত্যু ডেঙ্গুজনিত বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

#

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১৪৩৩ ঘণ্টা

Handout Number : 3756

**President's message on the National Productivity Day**

Dhaka, 1 October :

 President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the 'National Productivity Day 2019' :

"I am delighted to know that National Productivity Organisation (NPO), under the Ministry of Industries, is going to celebrate the National Productivity Day on 2nd October throughout the country.

Productivity is an essential part of national economy. It accelerates overall economic activities of a country and plays an important role to increase production, savings, investment and employment opportunities. Bangladesh is considered the role model of Development. The government has given all-out efforts for ensuring sustainable economic and social development. To sustain our development activities we need to be more competitive. The theme of the year 'Productivity for global competitiveness' is very time worthy in this regard.

Bangladesh is moving forward on the highway of development. Despite manifold adversities, the rate of economic growth of the country is increasing steadily. The government is determined to achieve Vision-2021 and United Nation's Sustainable Development Goals (SDG) by 2030. Besides we set our target to be developed country by 2041. In this competitive world, it is important to ensure optimum quality of goods and services for sustainable development. To do this there is no alternative to increase productivity in every economic sector. I urge the NPO as well as all public and private industries/service organization to come forward to increase national productivity.

I wish the observance of 'National Productivity Day-2019' a grand success.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Anasuya/Parikshit/Zulfikar/Rezzakul/Asma/2019/1100 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫৫

**জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) ২ অক্টোবর দেশব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদ্যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

 উৎপাদনশীলতা জাতীয় অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এটি একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করে এবং উৎপাদন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। টেকসই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য আমরা সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। উন্নয়নের ধারা চলমান রাখার জন্য আমাদেরকে আরো বেশি প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে। এ প্রেক্ষিতে এ বছরের জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের প্রতিপাদ্য ‘বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় উৎপাদনশীলতা’ খুবই সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে। নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বাড়ছে। সরকার রূপকল্প ২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এছাড়া ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টেকসই উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চমানের পণ্য উৎপাদন ও সেবা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য সকল অর্থনৈতিক সেক্টরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারের এসকল দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমি এনপিও’র পাশাপাশি সকল সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সেবা সংস্থাকে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

 ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯’ উদ্যাপন সফল হোক - এ কামনা করি।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/সুবর্ণা/আসমা/২০১৯/১১০০ ঘণ্টা

Handout Number : 3754

**Prime Minister’s message on the National Productivity Day**

Dhaka, 1 October :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of 'National Productivity Day 2019' :

 "I am happy to know that National Productivity Organisation (NPO), a Department of Ministry of Industries, is going to observe the 'National Productivity Day 2019' on 2nd October all over the country. This year's theme - 'Productivity for Global Competitiveness' is highly time-befitting.

 Productivity is important because it has been found to be the main factor that drives growth and income levels. Countries which can produce the high quality of goods at a lower cost will attain the advancement more easily. So there is no alternative other than increasing productivity.

 We have already graduated to a lower middle income country. We are very close to implementing Vision-2021. We have already set our new overarching vision to be a developed and prosperous country by 2041. At the same time, the government is committed to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) declared by the United Nations by 2030. To achieve this goal, it is imperative to improve productivity in all sectors. For this, awareness on productivity among the mass people is very essential.

 I am very happy to know that National Productivity Organisation (NPO) has taken many steps to observe the day. I hope that observance of National Productivity Day will play a vital role to accelerate the trend of productivity for development.

 I wish the 'National Productivity Day-2019' a grand success.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Emrul/Anasuya/Parikshit/Zulfikar/Asma/2019/1100 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫৩

**নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

 নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১০ম বৈঠক আজ কমিটির সভাপতি মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম এর সভাপতিত্বে সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

 কমিটির সদস্য নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, শাজাহান খান, রণজিৎ কুমার রায়, ডাঃ সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুল, মোঃ আছলাম হোসেন সওদাগর এবং এস এম শাহজাদা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

 বৈঠকে ‘বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (সুরক্ষা) বিল, ২০১৯’ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক সংশোধন সাপেক্ষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জাতীয় সংসদ অধিবেশনে উপস্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্যাপনের বিভিন্ন কর্মসূচির ওপর বৈঠকে আলোচনা হয়।

 নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান এবং সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

#

সাব্বির/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১২৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৫২

**জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯’ পালন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য ‘বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় উৎপাদনশীলতা’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

 উৎপাদনশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি প্রবৃদ্ধি ও আয়স্তর নির্ধারণে প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে। যে দেশ কম খরচে অধিক গুণগত মানসম্পন্ন দ্রব্য উৎপাদন করবে সে দেশ তত বেশি সুবিধাজনকভাবে এগিয়ে যাবে। তাই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নাই।

 ইতোমধ্যে আমরা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। আমরা ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছি। ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার সংকল্প নিয়েছি। একই সময়ে সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সকল সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। এজন্য জনগণের মধ্যে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি জরুরি।

 আমি আনন্দিত যে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন দিবসটি উদ্যাপনে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি আশা করি, জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদ্যাপন উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের গতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

 আমি ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০১৯’- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরিক্ষিৎ/জুলফিকার/সুবর্ণা/আসমা/২০১৯/১১০০ ঘণ্টা